আলোর অন্বেষণে

(অতিরিক্ত চু পান)

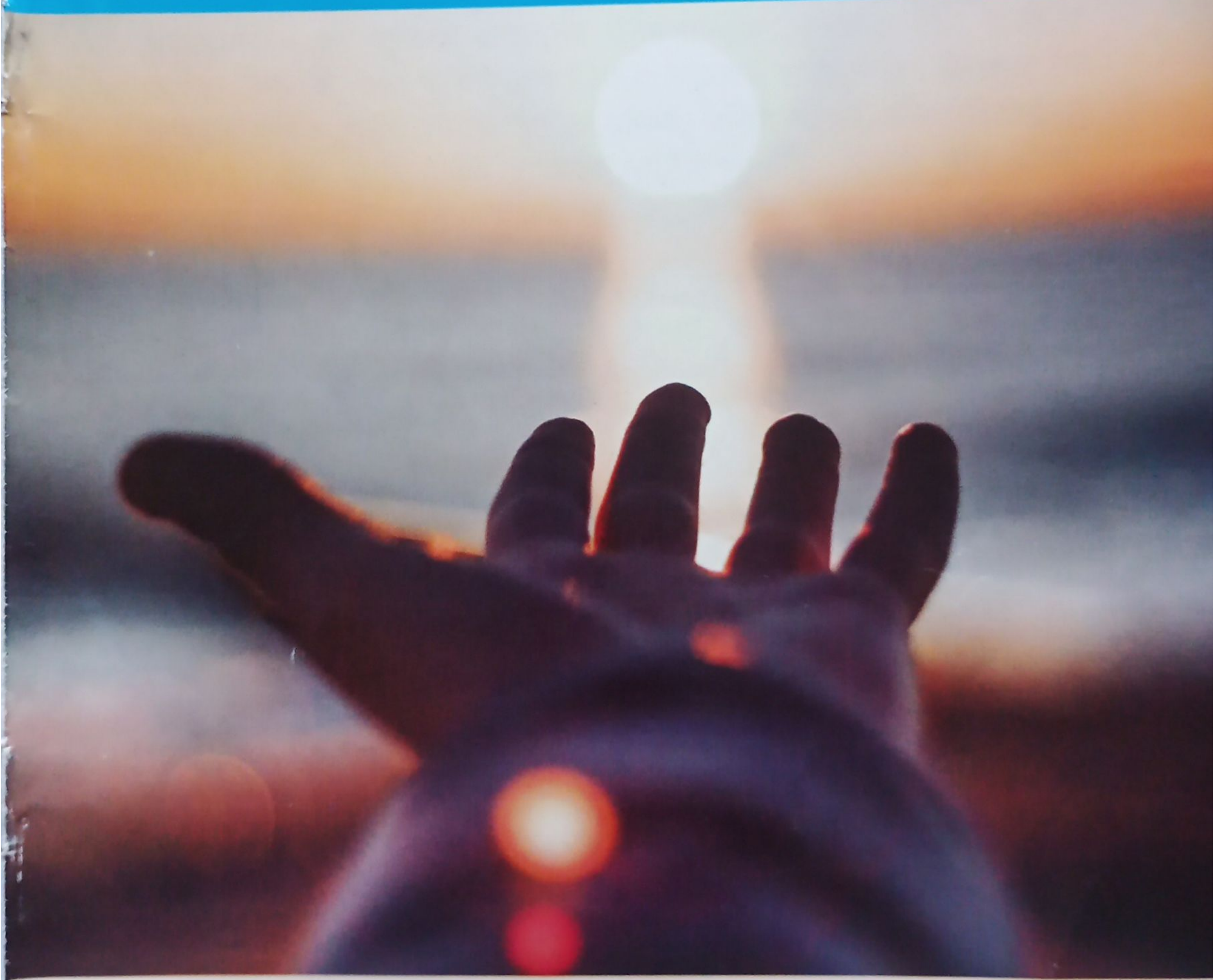

মিক্‌রাকবো প্রকাশনী

সন্মানিত সুধী,

মিক্‌রাকবোর পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের পুস্তিকাটিতে বর্তমানে গারো সমাজের মধ্যে অতিরিক্ত 'চু' পান করা এবং বিক্রির ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বইয়ের বিষয়গুলো শুধু গারো সমাজের সাথে সম্পর্কিত,অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। মিক্‌রাকবোর মাধ্যমে প্রকাশিত এই পুস্তিকা বর্তমানে মান্দি সমাজের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কিত। যা মান্দি সমাজের অংশ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের জানা অত্যন্ত জরুরি। আমরা গর্বিত যে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। তবে বর্তমান অবস্থা খুবই দুঃখজনক। এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের বিষয়ে সচেতন হতে পারি। উল্লেখ্য যে এখানে বর্ণিত গল্পগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এসব বাস্তব জীবনের ঘটনা থেকে নেওয়া হয়নি। এই পুস্তিকা পাঠের মাধ্যমে আমরা যদি একটু উপকৃত হই তবেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

তবে আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে, সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই বইটি বিশেষভাবে গারো সমাজের অভিভাবক এবং যুবক-যুবতীদের জন্য প্রযোজ্য।

ধন্যবাদ
মিক্‌রাকবো প্রকাশনা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

Mikrakbo

অয়নিকা ভবন
বাসা নং ৫/আই
খ্রিষ্টানপাড়া, জয়নুল আবেদিন রোড
কাঁচিঝুলি, ময়মনসিংহ।

CC এই প্রকাশনাটি ক্রিয়েটিভ কমন্স থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত
এটি স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করার জন্য কিন্তু কোন পরিবর্তন বা বিক্রয়ের জন্য নয়।

ভূমিকা

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরাও নিজেদেরকে পরিবর্তন করছি। আর এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে আমাদের আদিবাসী গারো সমাজেও। তবে আমরা বর্তমানে লক্ষ্য করছি যে, আমাদের গারো সমাজে অতিরিক্ত চু পান করার প্রবণতা অনেক বেশি। আদিকাল থেকে গারোরা চু তৈরি করে আসছে। গারো সমাজে দাক.ছাকা নামে অসাধারণ একটা প্রথা আছে, যা কোনো বাড়িতে একটু বেশি কাজ থাকলে যেমন; ধান কাটা, ধান লাগানো ইত্যাদির সময় সমাজে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে এবং যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে। আরোও একটি রেওয়াজ প্রচলিত আছে যে, কোনো বাড়িতে অতিথি এলে, আতিথেয়তার স্বরূপ চু ব্যবহার করা হতো। যদি তৎক্ষণাৎ চু পাওয়া না যেত, তাহলে অন্য বাড়ি থেকে ধার করে নিয়ে আসা হতো।

ছবি সংগৃহীত

কিন্তু এই আদান প্রদানে আর্থিক কোনো লেনদেন ছিলোনা। এটা ছিলো গারো সমাজে একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়। যার ফলে এখানে বিজাতিদের কোনো প্রকার অংশগ্রহণ ছিলো না। এছাড়াও আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, শুধুমাত্র বড় কোনো পর্ব ও অনুষ্ঠানে এবং কাজের শেষে বা কোনো আলাপ আলোচনার সময় চু ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সমাজে টাকার বিনিময়ে চু বিক্রি করা হচ্ছে। যার কারণে চু পান শুধু গারো সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছেনা বরং এটি একটি ব্যবসায় আকার ধারণ করছে। যার ফলে বর্তমানে যেকোনো বড় পর্ব বা অনুষ্ঠান ছাড়াও অবাধে চু পাওয়া যাচ্ছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল/অস্বচ্ছল এই দুই পর্যায়ের মানুষেরা এখন অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে চু পান করার পিছনে। আবার অনেকেই আছেন যাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় তারা চু বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। চু পান করা বা আদান-প্রদান প্রথা গারোদের একটি সামাজিক বিষয়, কিন্তু এর অনিয়ন্ত্রিত অবস্থা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এটা পরিলক্ষিত যে, বিজাতিদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থাপনায় চু পান নিষিদ্ধ থাকার কারণে তারা গারোদের থেকে চু কিনে এবং গারো পরিবারেই চু পান করে থাকে। যার কারণে বেশ কিছু গারো এলাকায় বিজাতিদের চু পান করার ফলে সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

আমরা কি চু পান করতে পারি?

অবশ্যই পারি। কিন্তু আমরা সবাই জানি বর্তমানে গারো সমাজে অতিরিক্ত চু পান করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের মাত্রা রেখে চু পান করতে হবে। যারা চু পান করবেন আপনারা অবশ্যই মাত্রা রেখে চু পান করবেন।

আমরা সমাজে তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাই-

- যারা একেবারেই চু পান করেনা
- যারা অতিরিক্ত চু পান করে
- যারা মাত্রা রেখে চু পান করে

যারা চু একবারেই পান করেনা তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি ও তাদের বিষয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। আর যারা মাত্রা রেখে চু পান করে তাদেরকেও আমাদের বলার কিছু নেই। তবে অতিরিক্ত চু পান করার মাধ্যমে আমাদের যে সমস্যাটি হতে পারে তা একটি গল্পের মাধ্যমে উদাহারণ দেওয়া হল :

এক গ্রামে একটি পরিবার বাস করে। সে পরিবারে মা-বাবা ও তাদের একটি যুবতি মেয়ে আছে। বর্তমানে তাদের মেয়েটি অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। কিন্তু বাড়িতে পড়ালেখার জন্য কোন পরিবেশ পাচ্ছে না। কারণ তার বাবা-মা সারাদিন চু পান করে মাতাল হয়ে থাকে। আর প্রায়ই বিজাতিরা তাদের বাড়িতে এসে চু পান করে। আর চু আনার জন্য তার বাবাকে টাকা দেয়। আর অন্যদিকে তার মা বিজাতিদের জন্য খাজির ব্যবস্থা করে দেয়। আবার বিজাতি লোকেরা সারাদিন তাদের বাড়িতে থাকার কারণে তার অস্বস্তিবোধ হয় এবং কলপাড় ও টয়লেটে গেলেও বিজাতি লোকেরা কু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পরিবেশ অসহ্য লাগার কারণে সে তার মাসির বাড়িতে থাকা শুরু করে।

ছবি সংগৃহীত

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, যদিওবা এটি দুঃখের বিষয় যে, মেয়েটিকে তার নিজের বাড়ি ছেড়ে তার মাসির বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়, তার পরেও সে সুষ্ঠু পরিবেশে তার পড়াশুনা চালিয়ে যায়। এমন যে সবসময় হবে তা আশা করা যায় না।

কিন্তু এই ঘটনাটি এমনও হতে পারতো, মেয়েটি ঐ খারাপ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন না হয়ে যদি মেনে নিতো বা অভ্যস্ত হতো ও বিজাতি লোকের সামনে গোসল করতো এবং অবাধ মেলামেশা করতো তাহলে কি হতে পারতো?
এখন আপনারাই এই পরিস্থিতি চিন্তা করে দেখুন?
আবার এই কাহিনীটিকে আমরা অন্যভাবে চিন্তা করে দেখতে পারি, যেমন: তার মাসি যদি তাকে বাড়িতে আশ্রয় না দিতো তাহলে কি হতো? হয়তো সেই মেয়েটি বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে পালিয়ে পার্লারে যেতো অথবা তার পছন্দের মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিতো এবং সেখানে একসাথে থাকা শুরু করতো। আর এজন্য তাকে হয়তো বাল্যবিবাহ করতে হতো। তাহলে মেয়েটির ভবিষ্যত জীবন কি হতো?

সুধী পাঠকবৃন্দ, এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন এই সমস্যাটি কি অতিরিক্ত চু পান করার ফলেই হচ্ছে না? এটি আমাদের সমাজের বহু বাস্তব কাহিনীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অতিরিক্ত চু পান করার ফলে যে, শুধু গারো পরিবারের সমস্যা হয় এমন নয়, সবারই সমস্যা হয়। কারণ যে বিজাতি লোকেরা চু পান করে তাদেরও পরিবার আছে এবং স্ত্রী-সন্তান আছে। বিজাতি লোকেরা যখন চু পান করে মাতাল হয়, কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় তখন তার সংসারেও সমস্যার সৃষ্টি হয়।

যার ফলে বিজাতি সমাজের মানুষেরা আমাদের গারো সমাজের সর্ম্পকে ভুল ধারণা পোষণ করে। যারা আমাদের সমাজে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে তাদেরকেও সেই অস্বস্তিকর পরিবেশের সাথে জড়িত করে। গুটি কয়েকজনের জন্য তারা পুরো গারো সমাজকে দায়ী করে।

চু আমাদের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত চু পান করার ফলে আমাদের সংস্কৃতির অবক্ষয় হচ্ছে। তাই বলে এমন না যে, চু আমাদের সংস্কৃতি থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অতিরিক্ত চু পান করার ফলে আমাদের সমাজে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি এটি আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চাই, তাহলে সুশৃঙ্খলভাবে মাত্রা রেখে এর ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের সংযমী ও সচেতন হতে হবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি নির্দেশনা মনে রাখলে উল্লেখিত বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারিঃ

- গাড়ি চালানোর পূর্বে চু পান করবেন না।
- পরিবারে শিশুদের সামনে চু পান করা থেকে বিরত থাকুন।
- যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের পূর্বে চু পান না করাই ভালো, কারণ এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।
- প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত আপনার সন্তানকে চু পান করা থেকে বিরত রাখুন ।
- যারা চু পান করতে ইচ্ছুক না, তাদেরকে অযথা জোর করে চু পান করাবেন না ।

চু বিক্রি করা কি ঠিক?

চু বিক্রি করা অব্যশই ঠিক নয়। কারণ এটাকে আমরা যদি ব্যবসার আকারে ধারণ করাই তাহলে তা আমাদের সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাতে যে আমরা চু পান করতে পারি না তা নয়, কিন্তু কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় যদি ব্যবসায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া বিজাতিদের কাছে চু বিক্রি আইনের চোখে দন্ডনীয় অপরাধ।

কারা চু বিক্রি করে এবং কেন? কারা চু কিনে? এই বিষয়গুলো গল্পের আকারে বিশ্লেষণ করা হলো:

এক গ্রামে একটা পরিবার ছিল। সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। হঠাৎ বিজাতি লোকের সাথে দেখা হলে সেই পরিবারের কর্ত্রীকে চু বানিয়ে বিক্রির প্রস্তাব দেয় এবং কর্ত্রীটি সহজে রাজি হয়ে যায়। কিছুদিন পরে সেই পরিবারের কর্তা কাজে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং বিজাতিদের সাথে চু পান করতে থাকে। হঠাৎ করে সমাজের মানুষ বুঝতে পারে এবং তাদেরকে সর্তক করে দেয় যেন চু বিক্রি বন্ধ করে। কিন্তু তারা সমাজের কথা না শুনে চু বিক্রি করতেই থাকে। সেকারণে সমাজের মানুষ তাদেরকে সমাজচ্যুত করে দেয়। তার কিছুদিন পরে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট হলে, পরিবারের কর্তাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয়। পরিবারের কর্তা জেলখানায় থাকা অবস্থায় তার বড় মেয়েটি বিজাতি ছেলের সাথে পালিয়ে যায়। সেই কর্তা দুই মাস পর জেলখানা থেকে বাড়িতে ফিরে আসলেও চু বিক্রির ব্যবসা চলমান রাখে।

আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ঐ পরিবারের আর্থিক আয় একটু বাড়লেও চু বিক্রির ফল মূলত নেতিবাচক। কারণ একজন কর্মঠ ও স্বাভাবিক মানুষ অলস এবং মাতালে পরিণত হয়। সমাজের একতা নষ্ট হয় এবং গ্রামের মানুষদের সিদ্ধান্তকে অবমূল্যায়ন করা হয়। একটি গারো পরিবার সমাজচ্যুত হয় এবং একটি গারো মেয়ে বিজাতির কাছে চলে যায়। তাছাড়া সেই লোকটি জেলে গিয়ে তার সম্মান হারায়। অথচ ঐ পরিবারের কর্তা-কর্ত্রী প্রতিবন্ধিও না অসুস্থও না, কিন্তু তারা সহজ পথ বেছে নিয়েছে। এখন বিষয়টি অনেক দূর চলে যাওয়ার ফলে এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব না।
কিন্তু সেই দিন মহিলাটি যদি বিজাতি লোকেদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতো তাহলে সেই পরিবার আজকে সম্পূর্ণ অন্য স্বাভাবিক পরিবারের মতোই হতো। সেই পরিবারের আধ্যাত্মিক চর্চা এবং সামাজিক অনুপ্রেরণার অভাবের কারণে প্রলোভনে পরেছে যার ফলে আজ এই অবস্থা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনার আমার দায়িত্ব হচ্ছে ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করা। বর্তমানে চু বিক্রি আমাদের সমাজের একটি অংশ হয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের সমাজের জন্য দুঃখজনক। আমাদের অব্যশই সকলে মিলে সেটি বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু অল্প সময়ে সফল হওয়া সম্ভব না । এই সমস্যাটির সাথে আরো অনেক সমস্যা জড়িত যেমনঃ দারিদ্রতা, অসচেতনতা, শিক্ষার অভাব।

নিম্মলিখিত নির্দেশনা আমাদের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সাহায্য করতে পারেঃ

- আপনার গ্রামে চু বিক্রি সাথে সাথে বন্ধ করতে না পারলেও চেষ্টা করবেন যেন বিজাতিদের কাছে চু বিক্রি না করা হয়।
- যুবকদের কাছে যেন চু বিক্রি না করি।
- একটি পরিবারে চু বিক্রি বন্ধ করতে গেলে তার বিকল্প জীবিকা নির্বাহের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।
- গ্রাম নক্‌মা পরিচালনায় সবাই একসাথে বসে চু বিক্রির বিষয়ে আলোচনা করা ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

Mikrakbo

মিক্‌রাকবো প্রকাশনী (২)